ছাওম

যাকাত

ঈদুল আযহা

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

ছাওম
যাকাত
ঈদুল আযহা

https://archive.org/details/@salim_molla

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

www.pathagar.com

প্রকাশক
এ. কে. এম. নাজির আহ্মদ
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড
ঢাকা-১২০৫।

প্রথম প্রকাশ :
রমাদান ১৪২৮
কার্তিক ১৪১৪
সেপ্টেম্বর ২০০৭

প্রচ্ছদ
হরফ ক্রিয়েশন, ঢাকা

মুদ্রণ
কুষ্টিয়া প্রিন্টার্স
কাঁটাবন, ঢাকা।

বিনিময় : বার টাকা মাত্র

সেল্স সেন্টার :
কাঁটাবন মসজিদ কমপ্লেক্স (দোতলা)
ঢাকা-১০০০, ফোন : ৮৬২৭০৮৭

www.pathagar.com

ছাওম, যাকাত ও ঈদুল আযহা মুসলিম জিন্দেগীর সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। এইগুলো সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য বেশ কিছু প্রশ্নের জওয়াব জানা থাকা অত্যাবশ্যক। আল্লামা মুহাম্মাদ ইউসুফ লুধিয়ানাবী এবং মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ ইসলাহী এইসব প্রশ্নের স্বচ্ছ জওয়াব দিয়েছেন। এই জওয়াবগুলো সকলেরই জানা থাকা প্রয়োজন বিধায় আমরা এইগুলো সংকলিত করে প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছি। আমরা আশা করি এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা থেকে সম্মানিত পাঠকগণ বিপুলভাবে উপকৃত হবেন।

প্রকাশক

www.pathagar.com

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

ছাওম

১। সুবহে সাদিক থেকে শুরু করে সন্ধ্যা পর্যন্ত পানাহার ও যৌন ক্রিয়া থেকে বিরত থাকাকে ছাওম বা রোযা বলে।

২। প্রত্যেক বালেগ ও সুস্থ মস্তিষ্ক পুরুষ ও মহিলার রমাদান মাসে রোযা রাখা ফারয।

৩। ওজর ব্যতীত রোযা না রাখা কবীরা গুনাহ।

৪। রোযা রাখার ইচ্ছা করা বা সিদ্ধান্ত নেয়াকে রোযার নিয়াত বলে।

৫। নিয়াত হচ্ছে রাতে এই ইচ্ছা করা যে 'আগামীকাল আমি রোযা রাখবো' অথবা সকালে এই ইচ্ছা করা যে 'আজ আমি রোযা রাখছি।'

৬। রোযার জন্য সাহরী খাওয়া উত্তম। কিন্তু রোযা শুদ্ধ হওয়ার জন্য সাহরী খাওয়া শর্ত নয়। কেউ যদি সাহরী খাওয়ার সুযোগ না পান তবুও তাঁর রোযা হয়ে যাবে।

৭। কোন ব্যক্তি রমাদানে সফরে থাকলে ও রোযা রাখা কষ্টকর হলে রোযা না রাখা জায়েয। পরবর্তী সময়ে রোযার কাযা আদায় করতে হবে।

৮। হায়েয ও নিফাস অবস্থায় মহিলাদের রোযা রাখা জায়েয নেই। পরবর্তী সময়ে সেই রোযার কাযা আদায় করতে হবে।

৯। গর্ভবতী মহিলা রোযা রাখলে অসুস্থ হয়ে পড়লে রমাদানে রোযা না রাখা জায়েয। পরবর্তী সময়ে রোযার কাযা আদায় করতে হবে।

১০। দুগ্ধপোষ্য শিশু যদি মায়ের দুধ ছাড়া আর কিছু না খায় এবং মা রোযা রাখলে দুধের অভাবে শিশুর কষ্ট হয় তাহলে মা'র রোযা না রাখা জায়েয। পরবর্তী সময়ে সেই রোযার কাযা আদায় করতে হবে।

১১। অসুস্থ ব্যক্তি রোযা রাখলে অসুখ বেড়ে গিয়ে মারাত্মক আকার ধারণ করার আশংকা থাকলে রমাদানে রোযা না রাখা জায়েয। সুস্থ হয়ে রোযার কাযা আদায় করতে হবে।

www.pathagar.com

১২। এমন বৃদ্ধ ব্যক্তি যাঁর পক্ষে রোযা রাখা সম্ভব নয় তিনি রোযা না রেখে ফিদ্‌ইয়া দেবেন।

১৩। ফিদ্‌ইয়া হচ্ছে কোন মিসকীনকে প্রতিটি রোযার জন্য দুই বেলা আহার করানো কিংবা খাদ্যদ্রব্য প্রদান।

১৪। সুস্থ-সক্ষম ব্যক্তি বিনা ওজরে রমাদানের রোযা না রাখলে তাঁকে প্রতিটি রোযার কাফ্‌ফারা স্বরূপ একাধারে দুই মাস রোযা রাখতে হবে। এইভাবে রোযা আদায় করা কালে যদি মাঝখানে একটি রোযা বাদ পড়ে তাহলে আবার প্রথম থেকে শুরু করতে হবে।

১৫। স্বামী-স্ত্রী রমাদানে দিনের বেলা 'বিছানায় গেলে' উক্ত নিয়মে কাফ্‌ফারা আদায় করতে হবে।

১৬। ওজর বশত ছুটে যাওয়া রোযা একটানা রাখা যায়, আবার ভেংগে ভেংগেও আদায় করা যায়।

১৭। কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির পক্ষ থেকে নামায কিংবা রোযা আদায় করতে পারবেন না।

১৮। অপবিত্র অবস্থায় সাহরী খাওয়া যায়, রোযাও হবে। তবে অপবিত্র অবস্থা থেকে যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব পবিত্র হওয়া উচিত।

১৯। তারাবীহ রমাদানের সাথে সম্পর্কিত। রমাদানের পর শুধু রোযার কাযা আদায় করতে হবে, তারাবীহর নয়।

২০। ওযু-গোসলের সময় গলার ভেতর পানি প্রবেশ করলে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে। রোযার কাযা আদায় করতে হবে।

২১। ঘুমের মধ্যে গোসল ফারয হলে রোযা নষ্ট হয় না।

২২। রোযাদার ভুলে কিছু খেয়ে ফেললে বা পান করলে রোযা নষ্ট হয় না।

২৩। ইনজেকশান নিলে রোযা নষ্ট হয় না।

২৪। রক্ত দান করলে রোযা নষ্ট হয় না।

২৫। শরীরের কোন স্থান থেকে রক্ত বেরুলে রোযা নষ্ট হয় না।

২৬। জিহ্বা দিয়ে কোন কিছুর স্বাদ আস্বাদন করে থুথু ফেলে দিলে রোযা নষ্ট হয় না। কিন্তু বিনা প্রয়োজনে এইরূপ করা মাকরূহ।

২৭। রোযা অবস্থায় টুথপেস্ট ব্যবহার করা মাকরূহ।

www.pathagar.com

২৮। বেলা ডুবার সাথে সাথে ইফতার করতে হবে।

২৯। আল্লাহর রাসূল (সা) খেজুর কিংবা পানি দিয়ে ইফতার করতেন।

৩০। মুয়ায্যিন ইফতার করে আযান দেবেন।

৩১। যেহেতু রেডিওতে সঠিক সময়ে আযান দেয়া হয় সেহেতু রেডিওর আযান শুনে ইফতার করা জায়েয।

৩২। ইফতারের সময় দু'আ পড়া মুস্তাহাব, শর্ত নয়। দু'আ না পড়ে ইফতার করলেও রোযা হয়ে যাবে।

তথ্যসূত্র : 'আপনাদের প্রশ্নের জওয়াব', আল্লামা মুহাম্মাদ ইউসুফ লুধিয়ানাবী।

www.pathagar.com

যাকাত

১। কারো কাছে সাড়ে সাত ভরি সোনা কিংবা সাড়ে বায়ান্ন ভরি রূপা কিংবা সাড়ে বায়ান্ন ভরি রূপার সমমূল্যের নগদ টাকা বা ব্যবসার মাল থাকলে তাকে সাহিবে নিসাব বলে।

২। বছর পূর্ণ হলে, সাহিবে নিসাবের ওপর শতকরা আড়াই ভাগ হারে যাকাত আদায় করা ফারয হয়।

যাকাত প্রদানের জন্য যখন বছরের হিসাব শুরু করা হবে তখন এবং যখন বছর পূর্ণ হবে তখন নিসাব পরিমাণ অর্থ-সম্পদ থাকা শর্ত। বছরের মধ্যবর্তী সময়ে নিসাবের পরিবর্তন ধর্তব্য নয়।

৩। যাকাত আদায় না করা কবীরা গুনাহ।

৪। এক ব্যক্তির নিকট কিছু সোনা, কিছু রূপা, কিছু নগদ টাকা ও কিছু ব্যবসার মাল আছে। সব মিলিয়ে সাড়ে বায়ান্ন ভরি রূপার মূল্যের সমান হলে তাকে যাকাত দিতে হবে।

৫। সাহিবে নিসাব নাবালেগ হলে যাকাত দিতে হবে না।

৬। পাগলের অর্থ-সম্পদেও যাকাত নেই।

৭। সোনা-রূপার তৈরি অলংকার, গ্লাস-পেয়ালা, থালাবাসন ও কাপড়ের ওপর কারুকার্যে ব্যবহৃত সোনা-রূপার যাকাত দিতে হবে।

৮। বসত বাড়ির ওপর যাকাত নেই।

৯। মণি-মুক্তার ওপর যাকাত নেই।

১০। মিল-ফ্যাকটরির দালানকোঠা ও মেশিনের ওপর যাকাত নেই।

১১। মিল-ফ্যাকটরির মওজুদ কাঁচামাল ও উৎপন্ন দ্রব্যের যাকাত দিতে হবে।

১২। কোম্পানীর শেয়ার, ব্যবসার মাল ও সোনা-রূপা মিলিয়ে নিসাব পরিমাণ অর্থ হলে যাকাত দিতে হবে।

১৩। বছর শেষে ব্যবসার মূলধন ও লাভ মিলিয়ে মোট টাকার ওপর যাকাত দিতে হবে।

১৪। যৌথ মালিকানাধীন মিল-ফ্যাকটরির প্রত্যেক শেয়ারের মূল্য যদি নিসাব পরিমাণ হয়, প্রত্যেককে আলাদাভাবে যাকাত দিতে হবে।

www.pathagar.com

১৫। কারো নিকট নিসাব পরিমাণ অর্থ-সম্পদ আমানত রাখলে যিনি আমানত রাখলেন, তাকেই যাকাত দিতে হবে।

১৬। কেউ কাউকে নিসাব পরিমাণ ঋণ দিলে বছর শেষে ঋণদাতাই যাকাত দেবেন, ঋণগ্রহিতা নয়।

১৭। প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকা ওঠানোর পর যাকাত দিতে হবে। পেছনের বছরগুলোর যাকাত দিতে হবে না।

১৮। অলংকারের মধ্যে পাথর থাকলে সেই পাথরের যাকাত নেই। খাদ অলংকারের ওজনের মধ্যে শামিল। খাদসহ ওজন করে মূল্য নির্ধারণ করে যাকাত দিতে হবে।

১৯। অলংকার বিক্রয় করতে গেলে যেই টাকায় বিক্রয় করা যাবে সেই টাকার হিসাবে যাকাত দিতে হবে।

২০। রেডিও, টেলিভিশন, সেলাই মেশিন, ওয়াশিং মেশিন, মোটর সাইকেল, গাড়ি, আসবাবপত্র ও কাপড়-চোপড়ের ওপর যাকাত নেই।

২১। জনকল্যাণমূলক কাজের জন্য গঠিত তহবিলে চাঁদা সংগ্রহের মাধ্যমে যেই টাকা জমা হয় তা ওয়াকফ সম্পত্তির মতো। চাঁদা দাতারা সেই তহবিলের মালিক হন না। তাই এই তহবিলের টাকার যাকাত দিতে হবে না।

২২। যাকাতের জন্য কোন মাস নির্দিষ্ট নেই। যেই মাসে নিসাব পূর্ণ হবে পরবর্তী বছর সেই মাসে যাকাত ফারয হবে।

২৩। অলংকারের মালিক যদি স্ত্রী হন তাহলে তাঁকেই যাকাত দিতে হবে।

২৪। স্বামী যদি স্ত্রীর পক্ষ থেকে যাকাত দেন তাহলে স্ত্রীর যাকাত আদায় হয়ে যাবে।

২৫। যাকাত আদায়ের জন্য নিযুক্ত কর্মচারীর বেতন যাকাতের অর্থ থেকে দেয়া যাবে।

২৬। অন্য কোন ব্যক্তিকে কাজের পারিশ্রমিক হিসেবে যাকাত দেয়া যাবে না।

২৭। যাকাত আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত অন্যতম ইবাদাত। ইনকাম ট্যাকস সরকার কর্তৃক ধার্যকৃত একটি ট্যাকস। ইনকাম ট্যাকস দিলে যাকাত আদায় হবে না। পৃথকভাবে যাকাত দিতে হবে।

www.pathagar.com

২৮। কোন সাহিবে নিসাবকে যাকাত দেয়া যাবে না।

২৯। আব্বা, আম্মা ও সন্তানকে যাকাত দেয়া যাবে না।

৩০। স্বামী কিংবা স্ত্রীকে যাকাত দেয়া যাবে না।

৩১। ভাই, বোন, চাচা, ভাতিজা, মামা, ভাগনে প্রমুখকে যাকাত দেয়া যাবে।

৩২। মসজিদের কাজে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যাবে না।

৩৩। কয়েদীদের মধ্যে যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত লোক থাকলে তাকে যাকাত দেয়া যাবে।

৩৪। যাকাতের টাকা দিয়ে কারখানা স্থাপন করে দরিদ্র ব্যক্তিদেরকে মালিক বানিয়ে দিলে যাকাত আদায় হবে।

৩৫। যাকাতের নিয়াতে সারা বছর কিছু কিছু করে টাকা দেয়া যাবে।

৩৬। যাকাত গ্রহণকারীকে নগদ টাকার পরিবর্তে অন্য কোন বস্তু প্রদান করলেও যাকাত আদায় হবে।

৩৭। কাউকে যাকাতের টাকা দেয়ার সময় এই কথা বলার প্রয়োজন নেই যে এইগুলো যাকাতের টাকা। উপহার উপঢৌকন রূপেও তা দেয়া যায়। দেয়ার সময় যাকাতের নিয়াত করলেই যাকাত আদায় হবে।

৩৮। জমিতে উৎপন্ন ফসলের যাকাতকে ওশর বলে।

৩৯। কারো কারো মতে ফসলের নিসাব নেই। কারো কারো মতে ফসলের নিসাব হলো ত্রিশ মন।

৪০। যেই জমিতে বৃষ্টির পানিতেই ফসল উৎপন্ন হয় সেই জমির ফসলের দশ ভাগের এক ভাগ যাকাত হিসেবে দিতে হবে।

৪১। যেই জমিতে সেচ দিয়ে ফসল উৎপন্ন করতে হয় সেই জমির ফসলের বিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত হিসেবে দিতে হবে।

৪২। ওশর ফসলের যাকাত। অন্য সম্পদের যাকাত দিলেও ওশর মাফ হবে না।

৪৩। জমিতে বছরে যতোবার ফসল উৎপন্ন হয় ততোবার ওশর দিতে হবে।

৪৪। ওশর হিসেবে ফসল না দিয়ে ফসলের মূল্যও আদায় করা যাবে।

৪৫। ভাগ চাষীকে তার অংশের ফসলের এবং জমির মালিককে তার অংশের ফসলের ওশর দিতে হবে।

www.pathagar.com

৪৬। কৃষি কাজের জন্য পালিত পশুর ওপর যাকাত নেই।

৪৭। ডেইরী ফার্মের পশুর ওপর যাকাত নেই।

৪৮। পোল্ট্রি ফার্মের হাঁস-মুরগীর ওপর যাকাত নেই।

৪৯। সখ করে পাখি পুষলে তার ওপর যাকাত নেই।

৫০। বাহন হিসেবে ব্যবহৃত গাধা, খচ্চর ও ঘোড়ার ওপর যাকাত নেই।

৫১। জিহাদের জন্য পালিত পশু ও অস্ত্রশস্ত্রের ওপর যাকাত নেই।

৫২। চল্লিশ থেকে এক শত বিশটি পর্যন্ত ছাগলে একটি ছাগল যাকাত দিতে হবে।

৫৩। এক শত একুশটি থেকে দুই শতটি পর্যন্ত ছাগলে দুইটি ছাগল যাকাত দিতে হবে।

৫৪। দুই শত এক থেকে তিন শত নিরান্নব্বইটি পর্যন্ত ছাগলে তিনটি ছাগল যাকাত দিতে হবে।

৫৫। চার শতটি ছাগলে চারটি ছাগল যাকাত দিতে হবে।

৫৬। চার শতটির পরে শতকরা একটি করে ছাগল যাকাত দিতে হবে।

৫৭। ভেড়ার যাকাত ছাগলের যাকাতের অনুরূপ।

৫৮। যাকাতের জন্য নির্ধারিত ছাগল বা ভেড়ার বয়স কমপক্ষে এক বছর হতে হবে।

৫৯। ত্রিশটি গরুর জন্য এক বছরের একটি বাচ্চা গরু যাকাত দিতে হবে।

৬০। চল্লিশটি গরুর জন্য দুই বছরের একটি বাচ্চা গরু যাকাত দিতে হবে।

৬১। ষাটটি গরুর জন্য এক বছরের দুইটি বাচ্চা গরু যাকাত দিতে হবে।

৬২। মহিষের যাকাত গরুর যাকাতের অনুরূপ।

৬৩। পাঁচটি উটের যাকাত একটি ছাগল।

৬৪। দশটি থেকে চৌদ্দটি পর্যন্ত উটের যাকাত দুইটি ছাগল।

৬৫। পনরটি থেকে উনিশটি পর্যন্ত উটের যাকাত তিনটি ছাগল।

৬৬। বিশটি থেকে চব্বিশটি পর্যন্ত উটের যাকাত চারটি ছাগল।

www.pathagar.com

৬৭। পঁচিশটি থেকে পঁয়ত্রিশটি পর্যন্ত উটের যাকাত দ্বিতীয় বছর শুরু হয়েছে এমন একটি উটনী।

৬৮। ছত্রিশটি থেকে পঁয়তাল্লিশটি উটের যাকাত তৃতীয় বছর শুরু হয়েছে এমন একটি উটনী।

৬৯। ছেচল্লিশটি থেকে ষাটটি পর্যন্ত উটের যাকাত চতুর্থ বছর শুরু হয়েছে এমন একটি উটনী।

তথ্যসূত্র : 'আপনাদের প্রশ্নের জওয়াব', আল্লামা মুহাম্মাদ ইউসুফ লুধিয়ানাবী ও 'আসান ফেকাহ', মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ ইসলাহী।

www.pathagar.com

ঈদুল আযহা

১। যুলহিজ্জা মাসের দশ তারিখ সূর্যোদয়ের পর থেকে দুপুর হওয়ার আগ পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকার অধিবাসীদেরকে কোন বড় জায়গায় একত্রিত হয়ে ঈদুল আযহার দুই রাকাআত ছালাত আদায় করতে হয়।

২। ঈদুল আযহার ছালাত আদায় করা প্রত্যেক বালিগ পুরুষের জন্য ওয়াজিব।

৩। যুলহিজ্জা মাসের দশ তারিখ ঈদুল আযহার ছালাতের পর পশু কুরবানী করা সাহিবে নিসাবের ওপর ওয়াজিব।

৪। পশু কুরবানী এমন ব্যক্তির ওপর ওয়াজিব হয় যিনি সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন, বালিগ ও মুকিম, যার মালিকানায় একান্ত প্রয়োজনীয় সম্পদের অতিরিক্ত সাড়ে বায়ান্ন ভরি রূপা কিংবা তার সমমূল্যের সম্পদ রয়েছে।

৫। যাকাত ফারয হওয়ার জন্য অর্থ-সম্পদ এক বছর সাহিবে নিসাবের মালিকানাধীন থাকা জরুরী, কিন্তু কুরবানী ওয়াজিব হওয়ার জন্য অর্থ-সম্পদ এক বছর তাঁর মালিকানাধীন থাকা জরুরী নয়।

৬। যাঁর ওপর পশু কুরবানী করা ওয়াজিব নয় তিনি যদি কুরবানীর নিয়াতে পশু ক্রয় করেন তখন তাঁর জন্য পশু কুরবানী করা ওয়াজিব হয়ে যায়।

৭। পশু কুরবানী প্রত্যেক বছরই ওয়াজিব।

৮। পরিবারের সদস্যরা পৃথকভাবে উপার্জন করে সাহিবে নিসাব হলে প্রত্যেকের ওপরই কুরবানী ওয়াজিব।

৯। কুরবানীর দিন সাহিবে নিসাব যদি পশু কুরবানী না করে নগদ টাকা মিসকীনদেরকে দিয়ে দেন, এতে তাঁর ওয়াজিব আদায় হবে না।

১০। কিন্তু কোন কারণে যদি কুরবানীর দিনগুলোতে কুরবানী করা অসম্ভব হয়ে পড়ে, তাহলে পরবর্তী সময়ে পশুর সমমূল্যের টাকা মিসকীনদেরকে দান করে দেয়া ওয়াজিব।

www.pathagar.com

১১। যাঁর ওপর কুরবানী ওয়াজিব তাঁকে নিজের নামেই কুরবানী করতে হবে। এতদসংগে সম্ভব হলে অন্যের নামে কুরবানী করতে হবে।

১২। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা), উম্মাহাতুল মুমিনীন ও মৃত আত্মীয়-স্বজনের নামে কুরবানী করা জায়েয।

১৩। যুলহিজ্জা মাসের ১০, ১১ ও ১২ তারিখ কুরবানী করা যায়। তবে প্রথম দিন কুরবানী করা উত্তম।

১৪। রাতেও পশু কুরবানী করা যায়। তবে দিনে কুরবানী করা উত্তম।

১৫। ভেড়া ও ছাগল এক নামে কুরবানী করতে হয়।

১৬। গরু, মহিষ ও উট সর্বোচ্চ সাত নামে কুরবানী করা যায়।

১৭। কুরবানীর ছাগল পূর্ণ এক বছর বয়সী হতে হবে।

১৮। ভেড়া আকার আকৃতিতে এক বছরের ভেড়ার সমান হলে এক বছরের কিছু কম বয়সী হলেও কুরবানী করা যায়।

১৯। গরু ও মহিষ কমপক্ষে দুই বছর বয়সী হতে হবে।

২০। উট কমপক্ষে পাঁচ বছর বয়সী হতে হবে।

২১। জন্মগতভাবে শিং নেই কিংবা শিং ওঠার পর মাঝখানে ভেংগে গেছে এমন পশু কুরবানী করা জায়েয।

২২। শিং গোড়া থেকে ভেংগে গেছে ও তার প্রভাব মস্তিষ্ক পর্যন্ত পৌঁছে গেছে এমন পশু কুরবানী করা জায়েয নেই।

২৩। কানা ও লেংড়া পশু কুরবানী করা জায়েয নেই।

২৪। রুগ্ন ও দুর্বল পশু যা কুরবানীর স্থান পর্যন্ত হেঁটে যেতে পারে না, তা কুরবানী করা জায়েয নেই।

২৫। যেই পশুর দাঁত নেই কিংবা বেশিসংখ্যক দাঁত নেই এমন পশু কুরবানী করা জায়েয নেই।

২৬। এক-তৃতীয়াংশের বেশি লেজ, কিংবা কান ইত্যাদি নেই এমন পশু কুরবানী করা জায়েয নেই।

২৭। যেই পশুর জন্মগতভাবেই কান নেই তা কুরবানী করা জায়েয নেই।

২৮। পশুর পেটে বাচ্চা থাকলেও পশু কুরবানী করা জায়েয।

www.pathagar.com

২৯। পশুর পেটের বাচ্চা জীবিত থাকলে তাও যবাই করতে **হবে। এই** বাচ্চার গোশত খাওয়া জায়েয।

৩০। পশুর পেটের বাচ্চা মৃত হলে ফেলে দিতে হবে, খাওয়া যাবে না।

৩১। যবাইকৃত পশু মরে স্থির না হওয়া পর্যন্ত তার চামড়া ছাড়ানো উচিত নয়।

৩২। নিজের হাতে পশু কুরবানী করতে হবে। নিজে সক্ষম না হলে অন্যকে দিয়ে যবাই করানো জায়েয।

৩৩। মনে মনে কুরবানীর নিয়াত করাই যথেষ্ট। মুখে উচ্চারণ করা জরুরী নয়।

৩৪। যবাইর জন্য পশুকে কিবলামুখী করে শোয়ানো মুস্তাহাব।

৩৫। পশু যবাই করার সময় 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার' বলতে হবে।

৩৬। কয়েকজন মিলে কুরবানী করলে গোশত ওজন করে সমানভাবে ভাগ করে নিতে হবে। অনুমানের ভিত্তিতে ভাগ করা যাবে না।

৩৭। কুরবানীর গোশত বিক্রয় করা জায়েয নেই।

৩৮। গোশত বানানোর পারিশ্রমিক হিসাবে কুরবানীর গোশত দেয়া জায়েয নেই।

৩৯। কুরবানীর গোশত তিন ভাগ করে এক ভাগ নিজের জন্য রাখা, এক ভাগ আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে বণ্টন করা ও এক ভাগ মিসকীনদেরকে দেয়া উত্তম। তবে পরিবারের সদস্য সংখ্যা বেশি হলে সব গোশত নিজে রেখে দেওয়াও জায়েয।

৪০। কুরবানীর পশুর চামড়া গোশত বানানোর পারিশ্রমিক হিসাবে দেয়া জায়েয নেই।

৪১। কুরবানীর পশুর চামড়া নিজে ব্যবহার করা যায় অথবা কাউকে দান করা যায়। কিন্তু বিক্রয় করলে টাকা অবশ্যই দান করে দিতে হবে।

৪২। যাকাত ও ফিতরার টাকার মতো কুরবানীর পশুর চামড়ার টাকা মাসজিদ-মাদ্রাসা নির্মাণে ব্যয় করা জায়েয নেই।

তথ্যসূত্র : 'আপনাদের প্রশ্নের জওয়াব', আল্লামা মুহাম্মাদ ইউসুফ লুধিয়ানাবী।

www.pathagar.com